ইউরোপীয়ান প্রযুক্তি
এডভান্সড ইআর পি টেকনোলজি
AET

Oasis Complex, House-59, Sonargaon Janapath Road (1st floor), Sector-7, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh

ভূমিকা:

এডভান্সড AET টেকনোলজি — একটি যুগান্তকারী সমাধান
বর্তমান ডিজিটাল যুগে সিএসও (CSO), এনজিও (NGO), ডিপিও (DPO), চ্যারিটি এবং বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আধুনিক, কার্যকর এবং সময়োপযোগী সমাধান প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে, AET প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর জন্য একটি বিপ্লবী পরিবর্তন আনছে।

এই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোনো সংস্থা তাদের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাজেট নির্ধারণ, হিসাব বিবরণী প্রস্তুত, অডিট রিপোর্ট তৈরি সহ নানাবিধ প্রশাসনিক কাজ মাত্র এক মিনিটেরও কম সময়ে সম্পন্ন করতে পারে। এর ফলে সময়, জনবল এবং খরচ—সবকিছুরই বিশাল পরিমাণ সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে।

১ম অধ্যায়

AET প্রযুক্তি: বাংলাদেশের সংস্থা ও সংগঠনের জন্য একটি অগ্রগামী সমাধান

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার জন্য AET প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে একটি আধুনিক, কাস্টমাইজেবল ও সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম। হিসাব ব্যবস্থাপনা, সংগঠন পরিচালনা, দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় ও দক্ষ করার জন্য AET প্রযুক্তি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

হিসাব ব্যবস্থাপনা (Accounting Management)

AET প্রযুক্তির মাধ্যমে সংস্থাগুলো পাবে অত্যাধুনিক হিসাব ব্যবস্থাপনার সুবিধা:

- স্বয়ংক্রিয়ভাবে অডিট রিপোর্ট, ব্যালেন্স শীট ও ফিক্সড অ্যাসেট রিপোর্ট তৈরির ব্যবস্থা
- ইনকাম ও এক্সপেন্ডিচার, ব্যাংক ট্রান্সফার, ওপেনিং/ক্লোজিং ব্যালান্সের সহজ সমন্বয়
- ডিপ্রিসিয়েশন, ইনকাম ওভার এক্সপেন্স এবং এক্সপেন্স ওভার ইনকামের স্বয়ংক্রিয় হিসাব
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের জন্য ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল রিপোর্ট এক ক্লিকেই প্রস্তুত

প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী (Project Proposal Generation)

প্রতিটি সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীতে সময় লাগে ১০ দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত। AET প্রযুক্তি সেই প্রক্রিয়াকে এনেছে মাত্র **১ মিনিটে**, শুধু একটি বাংলা ফর্ম পূরণ করলেই তৈরি হয় পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Project Management)

- মিডটার্ম ও কোয়ার্টারলি রিপোর্ট তৈরি
- দাতা সংস্থাকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান
- প্রকল্পের সকল ধাপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সহজতর

মিটিং ও সদস্য ব্যবস্থাপনা

- সদস্য, সাধারণ সদস্য ও উপকারভোগীদের ডাটাবেজ থেকে সরাসরি মেইল বা এসএমএস পাঠানো
- ডোনার ও স্পন্সরের যোগাযোগ, আমন্ত্রণ, আপডেট প্রদান এক প্ল্যাটফর্মেই
- পূর্ব নির্ধারিত এজেন্ডা ও নোটস সংরক্ষণ সুবিধা

মানবসম্পদ ও কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা (HR & Program Management)

বিশেষ করে বড় সংস্থাসমূহের জন্য—

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

- স্টাফ ব্যবস্থাপনা
- কর্মসূচী ও কার্যক্রমের দায়িত্ব বণ্টন
- সার্ভে পরিচালনা ও ফলাফল বিশ্লেষণ
- কম সময়ে অধিক কার্যকারিতা, ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ ডাটা সরবরাহ

ভাষা ও অ্যাক্সেসযোগ্যতা

- সম্পূর্ণ সিস্টেমটি **বাংলা ও ইংরেজি** ভাষায় ব্যবহারযোগ্য
- **মোবাইল অ্যাপ** এর মাধ্যমে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে তথ্য ইনপুট ও রিপোর্ট দেখা সম্ভব

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

২য় অধ্যায়

যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ.টি.ই. (A.T.E) সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাভোগী হবে, তারা হলোঃ

১. **যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (Registrar of Joint Stock Companies and Firms - RJSC)**

- *সম্ভাব্য উপকারভোগী সংস্থা:*
    - সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনসমূহ (Societies) — সমাজ নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ অনুযায়ী
    - অলাভজনক কোম্পানি — কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী
    - এনজিও, দাতব্য সংস্থা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ

২. **এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NGO Affairs Bureau - NGOAB)**

- *যেসব এনজিও বা দাতব্য সংস্থা বিদেশি অনুদান বা অনুদানস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে*
- প্রাসঙ্গিক আইন: বিদেশি অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬
- *যাদের জন্য বাধ্যতামূলক:* বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সব সংস্থা

৩. **সমাজসেবা অধিদপ্তর (Department of Social Services - DSS)**

- *সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ*
- সংশ্লিষ্ট আইন: স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১
- *যেসব খাত অন্তর্ভুক্ত:* এতিমখানা, বয়স্কদের সেবা, প্রতিবন্ধী সেবা, কমিউনিটি উন্নয়ন ইত্যাদি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় / সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর:

- DSS-এর সঙ্গে কার্যক্রমে মিল থাকলেও এটি বৃহত্তর নীতিনির্ধারণ, তহবিল বিতরণ ও সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে
- *সহযোগিতায় নিয়োজিত:* দুর্বল জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, বৃদ্ধদের সেবায় নিয়োজিত এনজিওসমূহ

৪. **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Women and Children Affairs - MoWCA)**

- *নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করা সংস্থা*
- অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র: লিঙ্গ সমতা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ

৫. **মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (Microcredit Regulatory Authority - MRA)**

- *যেসব এনজিও ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোফাইন্যান্স সেবা প্রদান করে*
- শাসন আইন: মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬

৬. **বৃহৎ পরিসরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ**

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

- *যেসব প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বা এনজিওদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে, তারাও A.T.E সিস্টেম ব্যবহারে উপকৃত হতে পারে।*

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

৩য় অধ্যায়

এনজিওগুলোর কার্যক্রম সহজীকরণে AET এর ভূমিকা

বাংলাদেশে অনেক দেশি ও বিদেশি এনজিও বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারী সহায়তায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এই সংস্থাগুলো প্রায়শই স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সঠিকভাবে রিপোর্টিং করতে না পারার কারণে অনেক প্রকল্পই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

এছাড়াও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত, জনবল এবং উপকরণ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা দেখা যায়, যা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান হতে পারে AET – একটি সমন্বিত সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম, যা এনজিওদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ, প্রকল্প মনিটরিং, এবং ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমকে একত্রিত করে একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে পারে।

এই নিবন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো কিভাবে AET বাংলাদেশের এনজিও খাতে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও ডোনার-তহবিল নির্ভর সংস্থাগুলোর জন্য স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও যথার্থতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা শুধু আদর্শ নয়—এটি অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওগুলোর জন্য ২০১৬ সালের "বিদেশি অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন" অনুসারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NGOAB)-এর তত্ত্বাবধানে আইনানুগভাবে পরিচালিত হওয়া বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম মেনে চলার জন্য দরকার হয় সুনির্দিষ্ট আর্থিক ট্র্যাকিং, রিপোর্টিং ও প্রকল্পের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। এইসব চাহিদা পূরণে AET একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা একটি ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালনাকে সহজ করে এবং নিয়মনীতি মেনে চলাকে আরও কার্যকর করে তোলে—বিশেষ করে ডোনার সংস্থা ও সরকার অনুমোদিত সংস্থার জন্য।

AET'র ফাইন্যান্স ও অ্যাকাউন্টিং মডিউল বাজেট পরিকল্পনা, তাৎক্ষণিক ব্যয়ের ট্র্যাকিং এবং প্রকল্পভিত্তিক ফান্ড বরাদ্দ ও ব্যবহারকে সহজ করে তোলে। এটি একাধিক মুদ্রায় ডোনারভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্ভব করে, যা বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুশৃঙ্খল ও সহজে প্রবেশযোগ্য আর্থিক তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি নিরীক্ষা প্রস্তুতিকে সহজ করে এবং NGOAB-সহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, AET এনজিওগুলোকে প্রকল্পের পরিকল্পনা, সময়সূচি নির্ধারণ এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অগ্রগতি ট্র্যাক করার সুযোগ দেয়। মাইলস্টোন, ডেলিভারেবল, রিসোর্স বরাদ্দ এবং প্রকৃত অগ্রগতি ট্র্যাক করে ডোনারদের সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হয়। প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ টুলগুলো কৌশলগত সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় সহায়তা করে।

মানবসম্পদ পরিচালনা আরও সহজ হয় AET'র কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে—যা নিয়োগ, ওরিয়েন্টেশন, হাজিরা, ছুটি, এবং বেতনসহ সবকিছু একসঙ্গে পরিচালনা করে। এটি ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে এবং প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে সাপোর্ট দেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানও কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায়, যা স্থায়ী কর্মী ও মৌসুমী/আংশিক সহায়কদের ব্যবস্থাপনাকে ঝামেলাবিহীন করে তোলে।

প্রকিউরমেন্ট ও ইনভেন্টরি মডিউলগুলো সরবরাহ ও সাহায্য বিতরণ কাজে ব্যবহৃত হয়, যেখানে AET কেনার অনুরোধ, অনুমোদন, বিক্রেতা সম্পর্ক এবং ইনভেন্টরি লেভেল ম্যানেজ করে। এতে ফিক্সড অ্যাসেট ব্যবস্থাপনাও

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

অন্তর্ভুক্ত, যা বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পদের ট্র্যাকিং সহজ করে। এর ফলে অপচয় কমে, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং সরবরাহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

AET'র ডোনার ও গ্রান্ট ব্যবস্থাপনা ফিচার অনুদানের সম্পূর্ণ চক্রের ওপর স্বচ্ছতা এনে দেয়—আবেদন ট্র্যাকিং, অর্থ ছাড়, রিপোর্টিং থেকে শুরু করে ডোনারদের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত। CRM সুবিধার মাধ্যমে এনজিওরা ডোনারদের ডেটাবেস বজায় রাখতে পারে এবং ডোনারভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট ও আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠাতে পারে, যা আস্থা তৈরি করে এবং পুনরায় সহায়তার সম্ভাবনা বাড়ায়।

মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (M&E) কার্যক্রমের সফলতা মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। AET এতে কেপিআই ট্র্যাকিং, জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, গভীরতর প্রভাব ও ফলাফল রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টুল প্রদান করে। এতে GIS ও লোকেশন-ভিত্তিক ফিচারও আছে, যা ফিল্ড অপারেশনে অত্যন্ত কার্যকর। এই ডেটা-নির্ভর পদ্ধতি এনজিওদের তাদের সামাজিক প্রভাব পরিমাপ, রিপোর্ট ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নয়ন করতে সহায়তা করে।

রিপোর্টিং ও কমপ্লায়েন্সের জন্য, AET রিয়েল-টাইম পারফরম্যান্স বিশ্লেষণে শক্তিশালী ড্যাশবোর্ড প্রদান করে এবং NGOAB ও আন্তর্জাতিক ডোনার যেমন USAID, DFID-এর মান অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করে। কাস্টমাইজড টেমপ্লেটের মাধ্যমে নিয়মিত রিপোর্টিং সহজ হয় এবং সংগঠনগুলো সময়মতো কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে পারে।

যোগাযোগ ও সমন্বয় বাড়ানো হয় অভ্যন্তরীণ মেসেজিং, শেয়ার করা ডকুমেন্ট, ইভেন্ট শিডিউলিং ও টাস্ক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে। এর ফলে দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ে এবং লক্ষ্য ও সময়সীমা সবার মাঝে পরিষ্কার থাকে।

এছাড়া, AET মোবাইল অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য অন-দ্য-গো ডেটা এন্ট্রি ও রিপোর্টিংয়ের সুযোগ দেয় এবং অনলাইন ডোনেশন পোর্টাল ব্যবহার করে ডোনারদের অংশগ্রহণ ও ট্র্যাকিং সহজ করে। বড় আকারের জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য মাল্টি-ব্রাঞ্চ ব্যবস্থাপনাও সমর্থন করে, যা একক প্ল্যাটফর্ম থেকে বহু অঞ্চলের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব করে।

AET এমন একটি শক্তিশালী ডিজিটাল ভিত্তি প্রদান করে, যা এনজিও ও ডোনার সংস্থাগুলোকে দক্ষতা, দায়বদ্ধতা এবং নিয়মনীতি মেনে চলার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফাইন্যান্স, প্রকল্প, মানবসম্পদ, প্রকিউরমেন্ট ও কমপ্লায়েন্সের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফিচারগুলোর মাধ্যমে AET এনজিওদের স্বচ্ছভাবে কাজ করতে, আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে, ডোনারদের প্রত্যাশা মেটাতে এবং সামাজিক প্রভাব সর্বাধিক করতে সক্ষম করে। কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা ও রুটিন প্রসেস স্বয়ংক্রিয় করে AET সময় ও সম্পদ বাঁচায় এবং এনজিওগুলোর টেকসই ও স্কেলযোগ্য ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে।

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

৪র্থ অধ্যায়

ইউরোপীয়ান প্রযুক্তি। এডভান্সড ইআর পি টেকনোলজি AET

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (DPOs) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের (OPDs) ক্ষমতায়নে ATE সমাধানের ভূমিকা: দক্ষতা, ব্যয় সাশ্রয় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রভাব

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (DPOs) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহ (OPDs) সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সেবা প্রদান ও অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, জটিল প্রকল্প পরিচালনা, দাতাদের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বিস্তৃত সেবা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এই সংগঠনগুলোর সীমিত প্রশাসনিক সক্ষমতা প্রায়ই চাপে পড়ে যায়।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ATE) সিস্টেম একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সমাধান হিসেবে DPO ও OPD-এর কার্যক্রমে রূপান্তর ঘটাতে পারে—যা সময় বাঁচায়, ব্যয় হ্রাস করে এবং সাংগঠনিক প্রভাব বৃদ্ধি করে।

ATE-এর মাধ্যমে DPO ও OPD-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা সমূহ

১. অর্থ ও অনুদান ব্যবস্থাপনা

ATE-এর মাধ্যমে DPO-দের আর্থিক কার্যক্রম সহজতর করা যায়:

- সকল আয় উৎস ট্র্যাক করা: যেমন সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর বা JPUF-এর অনুদান, দেশি-বিদেশি দাতা ও CSR সহায়তা।

- নির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য স্বয়ংক্রিয় বাজেট তৈরি: যেমন অ্যাক্সেসিবিলিটি অডিট, থেরাপি ক্যাম্প।

- রিয়েল-টাইম আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করে দাতাদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত।

- কার্যক্রমভিত্তিক খরচের বিশদ ট্র্যাকিং: যেমন র‍্যাম্প নির্মাণ বা হুইলচেয়ার বিতরণ।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: হিসাব-নিকাশের ভুল কমে, রিপোর্ট তৈরি দ্রুত হয়, অর্থের প্রবাহ সহজে দেখা যায়।

২. কর্মসূচি ও সেবা ব্যবস্থাপনা

ATE প্ল্যাটফর্ম জটিল সেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে:

- উপকারভোগীদের একটি কেন্দ্রীভূত ডেটাবেস তৈরি করে, যেখানে প্রতিবন্ধকতার ধরন ও প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণের তথ্য থাকবে।

- সচেতনতা কার্যক্রম, পুনর্বাসন সেশন ও অধিকারভিত্তিক কর্মশালার পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ।

- হুইলচেয়ারের আবেদন বা থেরাপি রেফারালের মতো সেবা অনুরোধ ব্যবস্থাপনা।

- অংশীদার NGO-দের সাথে সমন্বয়: ডকুমেন্ট ট্র্যাকিং ও যৌথ প্রকল্পের লগ সংরক্ষণ।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: সেবার পুনরাবৃত্তি কমে, সমন্বয় বাড়ে, অল্প সম্পদে বেশি সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়।

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

৩. মানবসম্পদ ও স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা

ATE-এর HR মডিউল সরবরাহ করে:

- কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্য সংরক্ষণ (আংশিক সময়ের ও প্রতিবন্ধী কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত)।

- হাজিরা, ছুটি ও বেতন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ।

- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা: যেমন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: কাগজপত্র কমে, বেতনের ভুল কমে, কর্মী পরিকল্পনা সহজ হয়।

৪. স্টেকহোল্ডার ও অংশীদার ব্যবস্থাপনা

ATE উন্নত করে যোগাযোগ ও সম্মতিপত্র অনুযায়ী কাজের ধারাবাহিকতা:

- দাতা, অংশীদার ও সরকারি সংযোগকারীদের বিস্তারিত ডেটাবেস সংরক্ষণ।

- যোগাযোগ লগ রাখা ও রিপোর্টিং সময়সীমা পর্যবেক্ষণ।

- সমঝোতা স্মারক (MoU) ও চুক্তিপত্রের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: সময়মতো কাজ সম্পাদন হয়, অংশীদারিত্ব মজবুত হয়, তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা করে।

৫. সহায়ক যন্ত্রপাতি ও ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা

ATE ইনভেন্টরি সিস্টেমের মাধ্যমে:

- সহায়ক যন্ত্রপাতি (যেমন: হিয়ারিং এইড, সাদাছড়ি, হুইলচেয়ার) ট্র্যাক করা।

- স্টক, মেরামত ও বিতরণের তথ্য রিয়েল-টাইমে আপডেট।

- দাতাদের জন্য উপকারভোগীসংখ্যার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: স্টক ফুরানোর ঝুঁকি কমে, ক্ষয়ক্ষতি কমে, সঠিক সময়ে সেবা পৌঁছায়।

৬. অ্যাডভোকেসি ও অধিকার পর্যবেক্ষণ

ATE ব্যবস্থায় অ্যাডভোকেসির দলিল সংরক্ষণ সহজ:

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

- অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবহন দাবির মতো ক্যাম্পেইন লগ।

- মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ট্র্যাক।

- নীতিনির্ধারকদের সাথে বৈঠক রেকর্ড রাখা।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি সহজ হয়, নীতিগত প্রভাব বাড়ে।

৭. পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন (MER)

ATE-এর অ্যানালিটিক্স মডিউলে DPO-রা পারেন:

- সেবাপ্রাপ্ত সংখ্যা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রভাব সূচক ট্র্যাক করা।

- নিজস্ব KPI সেট ও পর্যবেক্ষণ করা।

- বিভিন্ন দাতার জন্য স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি করা।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়, কম জনবল দিয়েই দ্রুত রিপোর্টিং সম্ভব।

৮. অ্যাক্সেসিবিলিটি ও অন্তর্ভুক্তি

ATE প্ল্যাটফর্ম সমূহ অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে:

- বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক সাপোর্ট।

- মাঠপর্যায়ের টিমের জন্য মোবাইল এক্সেস।

- ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য স্ক্রিন-রিডার উপযোগী ইন্টারফেস।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: ব্যবহারে সুবিধা, পৌঁছানো যায় আরও বেশি মানুষের কাছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

অতিরিক্ত সুবিধা (অপশনাল অ্যাড-অন)

- ইভেন্ট ও সেবার জন্য SMS আপডেট।

- অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনা।

- উন্নত ইভেন্ট ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়।

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

এই মডিউলগুলো স্বচ্ছতা, দ্রুত সাড়া প্রদান এবং কমিউনিটির বিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করে।

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি: RJSC-এর জন্য ATE ব্যবস্থাপনা

এই ধরনের ATE সুবিধা শুধু DPO/OPD-দের জন্য নয়, Registrar of Joint Stock Companies (RJSC)-এর মতো সরকারি সংস্থাও এর মাধ্যমে ব্যাপক লাভবান হতে পারে। ATE-এর মাধ্যমে RJSC পরিচালনা করতে পারে:

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ও ফাইলিং,

- সময়মতো কমপ্লায়েন্স রিমাইন্ডার,

- আর্থিক লেনদেন ও রসিদ ব্যবস্থাপনা,

- স্টেকহোল্ডার কমিউনিকেশন ও CRM,

- আইনি ডকুমেন্ট ও অডিট প্রস্তুতি,

- মানবসম্পদ ও ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন।

DPO এবং সরকারি দুই ক্ষেত্রেই ATE একইভাবে স্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে—জাতীয় উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনের লক্ষ্যে সহায়ক হয়।

বাংলাদেশের DPO ও OPD-দের জন্য ATE আর বিলাসিতা নয়—এটি একটি কৌশলগত প্রয়োজন। অনুদানের হিসাব রাখা হোক কিংবা সহায়ক যন্ত্রপাতি বিতরণ, অথবা প্রভাবমূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি—ATE ব্যবস্থায় এই কাজগুলো সহজ, স্বয়ংক্রিয় ও সাশ্রয়ীভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ATE-এর মতো ডিজিটাল টুল গ্রহণের মাধ্যমে এই সংগঠনগুলো কেবল নিয়ম মেনে চলতেই সক্ষম হবে না, বরং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর ও কম খরচে সেবা প্রদান করতে পারবে—যার সর্বশেষ লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন।

বাড়তি ক্ষমতা: ATE-এর মাধ্যমে এক মিনিটে যেসব কাজ এক মাসে হতো

ATE সিস্টেম কেবল বড় চিত্রে নয়, ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন কাজেও বিপ্লব ঘটাতে পারে। নিচে কিছু বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হলো যেখানে আগে সময় লাগত দিন কিংবা সপ্তাহ, আর এখন সম্ভব সেকেন্ড বা মিনিটে:

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

এক মিনিটে প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি

- শুধুমাত্র বাজেট, প্রকল্পের বিষয়, সময়কাল এবং উপকারভোগীর তথ্য দিন—

- ATE আপনাকে ১ মিনিটে তৈরি করে দেবে Project Proposal (PP), যা আগে তৈরি করতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগত।

- এটি সাহায্য করবে দ্রুত দাতা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি দপ্তরে প্রকল্প পাঠাতে।

১০ সেকেন্ডে অডিট রিপোর্ট তৈরি

- হিসাব সংক্রান্ত সকল তথ্য ATE-তে থাকা অবস্থায়,

- মাত্র ১০ সেকেন্ডেই তৈরি করুন দাতা বা সরকারের জন্য পূর্ণাঙ্গ অডিট রিপোর্ট—

- যা স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

৩. ৫ সেকেন্ডে ১০ হাজার+ সদস্যকে যোগাযোগ

- আপনার ১০ হাজার বা এমনকি ১০ লক্ষ সদস্যকে—

  - মিটিংয়ের SMS পাঠান,

  - কল করুন,

  - বা WhatsApp বার্তা দিন—

- সবকিছু মাত্র ৫ সেকেন্ডে, ATE-এর সংযুক্ত Mass Communication মডিউলের মাধ্যমে।

"আপনি যাই তৈরি করতে চান—প্রজেক্ট প্রপোজাল, বাজেট, অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক প্রতিবেদন, সাংগঠনিক প্রোফাইল, ব্রুশিয়র, দাতা সংস্থার কাছে চিঠি লেখা বা তার উত্তর প্রদান, অর্গানোগ্রাম ও ডাটাবেজ তৈরি, পরিকল্পনা কিংবা সমন্বয়—সবকিছুই এখন এক মিনিটের কম সময়ে পাচ্ছেন।"

ফলাফল: ATE আপনাকে শুধু বড় কাজগুলো নয়, প্রতিদিনের ছোট কাজগুলোতেও সময় বাঁচিয়ে দেয়—যা সংগঠনের সামগ্রিক সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।

Page PAGE * MERGEFORMAT 20

৫ম অধ্যায়:

মূল সুবিধাসমূহ:

সমন্বিত এবং দ্রুত সেবা:
একটি AET সিস্টেমের মাধ্যমে একইসঙ্গে একাধিক সংস্থা কাজ করতে পারে। প্রতিটি সংস্থার জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র এবং নিরাপদ অপারেটিং স্পেস।

বিশাল ব্যয়ের সাশ্রয়:
একটি পূর্ণাঙ্গ AET সিস্টেম স্থাপন সাধারণত ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে, কিন্তু এই সিস্টেমের মাধ্যমে একাধিক সংস্থা একটি প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে অনেক কম খরচে সুবিধা পেতে পারে।

সময় সাশ্রয়:
সংস্থাগুলোর দৈনন্দিন কাজের পরিমাণ ৯০% পর্যন্ত কমে আসবে এবং কাজের গতি বাড়বে বহুগুণে।

প্রতিনিধিদের জন্য কর্মসুযোগ:
যারা এই উন্নত প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর মাঝে স্থাপন ও প্রসারে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন, তারা প্রতিটি সফল সিস্টেম স্থাপনের বিপরীতে ১০% থেকে ২৫% পর্যন্ত কমিশন লাভ করতে পারবেন। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশাগত পথ হতে পারে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের জন্য।

ডিপিও সংস্থাগুলোর জন্য বিশেষ সুবিধা:
যেসব এনজিও, ডিপিও-এর মাধ্যমে AET সিস্টেম স্থাপন করবে, তাদের জন্য রয়েছে ২৫% পর্যন্ত মূল্যছাড়। অর্থাৎ, পূর্ণ মূল্যের পরিবর্তে তারা শুধুমাত্র ৭৫% মূল্য পরিশোধ করেই পূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

এনজিওদের খরচ ও সময় সাশ্রয়ের সম্ভাবনা:
একটি AET সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে একটি এনজিও তার কাজকে প্রায় ১০০ ভাগের ১ ভাগ সময়ে সম্পন্ন করতে পারবে। পাশাপাশি ব্যয় সাশ্রয় হবে প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ, যা দীর্ঘমেয়াদে একটি এনজিওর অর্থনৈতিক কার্যক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে তুলবে।

ডিপিওদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ:
একটি সিস্টেম সফলভাবে স্থাপন করতে পারলে সংশ্লিষ্ট ডিপিও সংস্থা কমিশন সুবিধা বা একটি ফ্রি AET সিস্টেম স্থাপনের সুযোগ পাবে। এটি ডিপিও সংস্থাগুলোর আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ডিজিটাল সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

সিস্টেম স্থাপনের সময়সীমা:
একটি AET সিস্টেম সংস্থার কার্যপ্রবাহ, জনবল এবং কাঠামোর উপর নির্ভর করে ১ সপ্তাহ থেকে সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন ও চালু করা সম্ভব।

--

Page PAGE * MERGEFORMAT 20